বিশ্রামবার পালনের অর্থ

মার্ক ২:২৩-২৮

গত সপ্তাহে আমরা শিখেছি যে, বরের উপস্থিতিতে উপবাস বাঞ্ছনীয় নয় (২:১৮-২২)। বাসর ঘরে বরযাত্রীরা উপবাস করে না, আনন্দ করে। যীশু খ্রীস্টের উপস্থিতিতে তাই, শিষ্যদের প্রকৃত আনন্দ করার কথা বলা হয়েছিল। এই আনন্দে বিশ্রামবারও বাধা হতে পারে না। বাস্তবিক, মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বর যে বিশ্রামবার দিয়েছিলেন, তা তিনি তাদের কষ্ট দিতে নয়, কিন্তু স্বাস্থ্য, সাহায্য, শান্তি দিতে (যিশা ৫৮:১৩, ১৪)। তাই, বিশ্রামবারের সৃষ্টিকর্তা যীশু আনন্দের সঙ্গে বিশ্রামবার পালনের বিষয় আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন।

সমস্ত সৃষ্টির পর সপ্তম দিনে ঈশ্বর বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সৃষ্টির এই নিয়মকে ভিত্তি করেই বিশ্রামবারের সূচনা (যাত্রা ২০:১০-১১; দ্বি. বি. ৫:১২-১৫)। সীনয় পর্বতে ঈশ্বর যখন মোশির মাধ্যমে ইস্রায়েলকে দশ আজ্ঞা দেন, তখন চতুর্থ আজ্ঞা হিসাবে বিশ্রামবার পালনের আজ্ঞা দেওয়া হয়। মানুষের প্রয়োজনে ঈশ্বর এইভাবে সপ্তাহের মধ্যে একদিনকে বিশ্রামদিন হিসাবে পৃথক করেন। ঈশ্বর জানতেন যে আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন আছে, ক্রমশ কাজ করা সম্ভব নয়, তাই তিনি বিশ্রামবার দিয়েছিলেন। তাই, সপ্তাহের ছয়দিন সমস্ত কাজ করতে বলা হয়েছে, কিন্তু সপ্তমদিনে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছে। কিন্তু এই বিশ্রামবার সম্বন্ধেও মানুষের ভুল ধারণা ছিল। তাই, বিশ্রামবারের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে, এখানেও আমরা যীশুকে বিপক্ষদের দ্বারা সমালোচনার পাত্র হতে দেখি।

ক। ঘটনা (২৩ পদ)

কোনও এক বিশ্রামবারে যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা শস্যক্ষেত্র দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাঁর শিষ্যেরা শীষ ছিঁড়ে ছিঁড়ে হাতে মেড়ে খেতে শুরু করল (লুক ৬:১)। মথির বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, শিষ্যেরা ক্ষুধিত ছিল (মথি ১২:১)। এখন এইভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য প্রতিবেশীর ক্ষেত্র থেকে ফল বা শস্য সংগ্রহ অন্যায় বা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল না। অবশ্য এই কাজে কাস্তের ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল (দ্বি. বি. ২৩:২৪-২৫)।

খ। ফরিসীদের সমালোচনা (২৪ পদ)

ফরিসীরা যীশুকে বা তাঁর শিষ্যদের শস্য চুরির দায়ে নয়, কিন্তু বিশ্রামবার লঙঘনের দায়ে ফেলেছেন। মোশির দ্বারা ঈশ্বর বিশ্রামবার পালনের আজ্ঞা দান করলেও, এর বিশদ বিবরণের পরিবর্তে সামান্য কয়েকটি উল্লেখ পাওয়া যায়। রান্নার জন্য আগুন জ্বালানো (যাত্রা ৩৫:৩), জ্বালানী সংগ্রহ করা (গণনা. ২৫:৩২), বোঝা বহন করা (যিরমিয় ১৭:২১), ব্যবসায় লেনদেন করা (নহিমিয় ১০:৩১; ১৩:১৫, ১৯), ইত্যাদি। কিন্তু ইহুদি পরম্পরায় এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানে বিশ্রামদিনে ৩৯টি কাজ সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এইভাবে তারা নিজেরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার, বিভিন্ন ফর্মূলা তৈরি করেছিল। তারা বলত বিশ্রামবারে মাত্র ৩০ ক্রোশ হাঁটা যাবে, তার বেশি নয়। পাথরের উপর থুতু ফেলা যাবে, কিন্তু মাটিতে নয়, ইত্যাদি। ঈশ্বর-ভক্তি মাত্র কয়েকটি নিয়ম পালনে রূপান্তরিত হয়েছিল। এমন আচরণের বিরুদ্ধে ঈশ্বর পূর্বেই তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন (যিশা ২৯:১৩)। কিন্তু ধর্মীয় নেতারা এইভাবে নিজেদের তৈরি নিয়মের দ্বারা বিশ্রামবারকে মানুষের কাছে আশীর্বাদের পরিবর্তে বোঝাস্বরূপ করেছিল।

গ। যীশুর উত্তর (২৫-২৮ পদ)

মথির বর্ণনা অনুসারে, ফরিসীদের সমালোচনার উত্তর দিতে গিয়ে যীশু তিনটি যুক্তির অবতারণা করেছিলেন — (ক) দাউদ যা করেছিলেন (মথি ১২:৩-৪ পদ), (খ) যাজকেরা যা করেন (৫-৬ পদ), এবং (গ) হোশেয় ভাববাদীর কথা (৭-৮ পদ)। মার্ক কেবল দাউদ রাজার কথা উল্লেখ করেছেন, যার কথা মার্কের পাঠকেরা (রোমীয়রা) জানত। ১শমূয়েল ২১:১-৬ পদ অনুসারে, রাজা দাউদ ও তাঁর লোকেরা আবাস-তাম্বু থেকে পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন। এই দর্শনরুটি কেবল যাজকেরা খেতে পারত (লেবীয় ২৪:৫-৯)। অর্থাৎ দাউদ মোশির একটি

সুনির্দিষ্ট বিধান লঙঘন করেছিলেন। কিন্তু যীশুর শিষ্যেরা মানুষের তৈরি পরম্পরাকে মাত্র লঙঘন করেছিল। আমাদের ঈশ্বর ধর্মীয় পরম্পরাকে রক্ষা করার চেয়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতেই বেশি আগ্রহী। তাই, মানুষের প্রয়োজনেই তিনি বিশ্রামবার তৈরি করেছিলেন, বিশ্রামবার রক্ষার প্রয়োজনে মানুষকে তৈরি করেননি (২৮ পদ)। ফরিসীরা এই সত্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

ঘ। প্রয়োগ

ঈশ্বর-প্রেম বা ঈশ্বর-ভক্তি যখন কয়েকটি নিয়ম বা আজ্ঞা পলনের নামান্তর হয়, আমরা সহজেই ঈশ্বরের কাছ থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে ফেলি। ফলস্বরূপ, যার জন্য এই নিয়ম পালন বা আজ্ঞা পালন, তাঁকে বাদ দিয়েই আমরা নিয়ম পালন করি। এর দ্বারা হয়তো আমরা নিয়ম রক্ষা করতে পারি, যার জন্য আত্ম-ধার্মিকতা অনুভবও করতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর কখনও এমন কাজকে প্রশ্রয় দেন না। ঈশ্বর-ভক্তি বা ঈশ্বর-প্রেমের শুরু আমাদের হৃদয়ে। এই হৃদয়কে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হতে হবে। বাইবেলে রাজা দাউদকে "ঈশ্বরের মনের মত মানুষ" (১শমূ ১৩:১৪) বলা হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করার পর নিজের পাপ ঢাকতে দাউদ মানুষের-তৈরি ধার্মিকতার কাজ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, "ঈশ্বর বলিদানে প্রীত নন . . . , হোমে তাঁর সন্তোষ নেই; কিন্তু ঈশ্বরের গ্রাহ্যবলি, ভগ্ন আত্মা; তিনি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ করেন না" (গীত ৫১:১৬-১৭)।

প্রকৃত ধর্ম পালন, বা প্রার্থনা বা উপবাস বা আজ্ঞা-পালন বা আরাধনার অর্থ, ঈশ্বরের সামনে আমাদের সৎ কর্মের বাহুবল প্রকাশ বা বুক চাপড়ানো নয়। বরং, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের প্রয়োজনকে স্বীকার করা। এমন হৃদয় নিয়ে তাঁর কাছে আসা, যে হৃদয় জানে যে আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে তাঁর দয়া ও করুণার উপর নির্ভরশীল। এমন হৃদয় নিয়ে যখন আমরা তাঁর কাছে আসি, তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, আমাদের ক্ষত সকল আরোগ্য করেন ও আমাদের রক্ষা করেন (লুক ১৮:১০-১৪)। রবিবার করে আমাদের মণ্ডলীতে আরাধনায় যোগদান, নিয়ম রক্ষা করতে নয়— কিন্তু তাঁর ক্ষমা, আরোগ্য ও শক্তি পেতে, যেন তাঁর গৌরবার্থে আমরা বেঁচে থাকি।